তারিখ ... 21 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

প্রথম আলো

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | বিপত্তি বাড়াচ্ছে সন্ধ্যাকালীন কোর্স

নাজমুস সাকিব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ●

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক খোলা হচ্ছে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স। এসব কোর্সকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের কেউ কেউ বেশি ব্যস্ত থাকায় তাঁদের নিজ বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়নে শিথিলতা চলে আসছে বলে লক্ষ করা যাচ্ছে।

এতে অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রম; বাড়ছে সেশনজট।

প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট ২২টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি বিভাগে এ পর্যন্ত সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স খোলা হয়েছে। ২০১০ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগে মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস) নামে একটি সন্ধ্যাকালীন কোর্স খোলা হয়। একই বছর ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ইভনিং মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইএমবিএ) নামে পৃথক তিনটি কোর্স চালু হয়। এ ছাড়া ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি বিভাগ ইভনিং মাস্টার্স অব আর্টস ইন ইংলিশ (ইএমএ) নামে ও ধর্মতত্ত্ব অনুষদভুক্ত আল-কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইভনিং মাস্টার্স অব থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (ইএমটিআইএস) নামে পৃথক তিনটি কোর্স চালু করে। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইসিই) বিভাগ ২০১১ সাল থেকে ইভনিং মাস্টার্স অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (ইএমআইটি) কোর্স চালু করে। আর চলতি বছর থেকে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ইভনিং মাস্টার্স অব হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন (ইএমএইচসি) এবং অর্থনীতি বিভাগের অধীনে ইভনিং মাস্টার্স অব সোশ্যাল সায়েন্স (ইএমএসএস) নামে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত কোর্স তিনটি চার সেমিস্টারের ভিত্তিতে দুই বছর মেয়াদি। বাকিগুলো এক বছর ও দুই বছর মেয়াদি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগসহ আরও কয়েকটি বিভাগ এ ধরনের কোর্স খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এসব কোর্সে ছয় মাস পর পর, অর্থাৎ বছরে দুবার শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। এ জন্য ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এক বছর মেয়াদি কোর্সের জন্য বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা এবং দুই বছর মেয়াদি কোর্সে ৩০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এসব টাকা এককালীন বা দুই থেকে তিন মেয়াদে পরিশোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মঘণ্টা হচ্ছে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত। আর সন্ধ্যাকালীন কোর্সগুলোর কার্যক্রম চলে সপ্তাহে দুই দিন। প্রতি শুক্রবার সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা দুইটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। তবে এসব কোর্সসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত কর্মঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সারতে হয়। আবার এসব কোর্সের পরীক্ষার খাতা দেখতে হয় তাঁদেরই। সব মিলিয়ে শিক্ষকেরা বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়েরও একটা অংশ ব্যয় করছেন ওই কোর্সের পেছনে। এসব অভিযোগ বিভাগগুলোর নিয়মিত শিক্ষার্থীদের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষার্থী বলেন, সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষকেরা তাঁদের নির্ধারিত ক্লাসে ঠিকমতো আসেন না। নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন।

সন্ধ্যাকালীন কোর্স, না শিক্ষাবাণিজ্য?: সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষকেরা বিভাগের নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার চেয়ে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্সগুলো নিয়েই সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কারণ, সেখান থেকে তাঁরা প্রচুর টাকা পেয়ে থাকেন। সন্ধ্যাকালীন কোর্স থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৮০ শতাংশই যায় কোর্সসংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পকেটে। মাত্র ২০ শতাংশ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র জানায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সন্ধ্যাকালীন কোর্সে সাধারণত দুই ধরনের শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। প্রথমত, স্থানীয় কিছু যুবক, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক (পাস কোর্স) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের সমর্থকই বেশি, যাঁদের কারও কারও উদ্দেশ্য থাকে ক্যাম্পাসের রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন ফায়দা হাসিল করা। দ্বিতীয়ত, কিছু চাকরিজীবী, যাঁদের লক্ষ্য থাকে কোনোমতে একটা সনদ জোগাড় করা, যেটা তাঁদের চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ দুই শ্রেণীর কেউই ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতও থাকেন না।

নিয়মিত নেই, সন্ধ্যাকালীন আছে: বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের নিয়মিত মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়নি আজও। অথচ বিভাগটিতে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

বিবিএ অনুষদের কয়েকজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, শুধু আর্থিক সুবিধার জন্যই ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষকেরা নিয়মবহির্ভূতভাবে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করেছেন।

> বিবিএ অনুষদের কয়েকজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, শুধু আর্থিক সুবিধার জন্যই ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষকেরা নিয়মবহির্ভূতভাবে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করেছে

এ ব্যাপারে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক জাকারিয়া রহমান বলেন, 'বিভাগের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মাস্টার্স প্রোগ্রাম না থাকলেও সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স খোলা যায়, সে জন্য আমরা এ প্রোগ্রাম চালাচ্ছি।'

বাড়ছে সেশনজট: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক-সংকট বর্তমানে চরমে। এ কারণে বিভাগগুলোতে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা হলেও শিক্ষকেরা খাতা দেখতে বিলম্ব করায় ফল ঝুলে থাকছে মাসের পর মাস। বিভাগে শিক্ষক-স্বল্পতা ও অন্যান্য কারণে যেসব বিভাগে দুই থেকে তিন বছরের সেশনজট বিদ্যমান, সেসব বিভাগে সন্ধ্যাকালীন কোর্স সেশনজটের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের।

ইংরেজি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ইংরেজি বিভাগে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক চূড়ান্ত এবং ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হলেও আজও ফল বেরোয়নি। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর শেষ করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। তবে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়নি। ফলে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এসব বিভাগের শিক্ষক বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমে অনীহা দেখালেও সময়মতোই সন্ধ্যাকালীন কোর্সগুলোর ক্লাস-পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং ফল দিচ্ছেন। ফলে বিভাগ দুটিতে সেশনজটের পাল্লা ভারী হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিই (ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং), রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ এবং ধর্মতত্ত্ব অনুষদভুক্ত তিনটি বিভাগের প্রতিটি ব্যাচেই অল্পসংখ্যক ক্লাস নিয়ে যেনতেনভাবে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিভাগগুলোর একাধিক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, তড়িঘড়ি করে শেষ করে দেওয়ার ফলে তাঁরা কোর্সগুলোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এরই মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তাঁরা আসল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এদিকে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এবং অর্থনীতি বিভাগে এমনিতেই রয়েছে এক বছরের সেশনজট। এর ওপর সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়ায় বিভাগটিতে সেশনজট অচিরেই ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের।

অনেক শিক্ষকও নাখোশ: সন্ধ্যাকালীন কোর্স নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে অনেক শিক্ষকের মধ্যেও। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগে সন্ধ্যাকালীন কোর্সের অর্থ নিয়ে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষকেরা। ফলে নষ্ট হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশও।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আলাউদ্দিন দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক ভালোর কথা চিন্তা করেই সন্ধ্যাকালীন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। তবে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্সের কারণে সেশনজটসহ একাডেমিক কিছু সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগ পেয়েছি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের সমন্বয়কারীদের সঙ্গে বসে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'